সমকাল
তারিখ 10 FEB 2015
পৃষ্ঠা

ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির সমাবর্তনে শিক্ষামন্ত্রী

মুনাফালোভী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

■ সমকাল প্রতিবেদক

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা আইন, ২০১০-এর শর্ত যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পূরণ করছেন না এবং শুধু মুনাফার লক্ষ্য নিয়ে চলছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গতকাল সোমবার রাজধানীর বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টার-২-এ ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির চতুর্থ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

এ সময় মন্ত্রী শিক্ষা খাতে সরকারের বিভিন্ন সাফল্য তুলে ধরে বলেন, 'আমাদের আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের ফি একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিয়ে উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেবে।'

নবীন গ্র্যাজুয়েটদের অভিনন্দন জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'আমাদের শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে তোলা। আজকের শিক্ষার্থীরা আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দেবে। তারা নতুন জ্ঞান অনুসন্ধান ও সৃষ্টি করবে।'

অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা ছিলেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা অর্থনীতিবিদ ড. আকবর আলি খান। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুর রব অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মো. এনায়েত উল্লাহ। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা ও ছাত্রছাত্রীরা।

ড. আকবর আলি খান বলেন, উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য ভদ্রলোক সৃষ্টি নয়, এর লক্ষ্য হলো প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ। আজ যারা শিক্ষা সমাপনীমূলক সনদ পাচ্ছেন, তাদের শিক্ষার সমাপ্তি ঘটছে না; বরং প্রতিনিয়ত তাদের নতুন জ্ঞান আহরণের মানসিক প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। বিশ্বায়নের এ যুগে যারা নতুন জ্ঞানে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারবেন, তারাই টিকে থাকবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ সমাবর্তন ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

মুনাফালোভী

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

অনুষ্ঠানে মোট দুই হাজার ১৯ শিক্ষার্থীকে সনদ দেওয়া হয়। সর্বোচ্চ ফলাফলের জন্য দু'জনকে চ্যান্সেলর স্বর্ণপদক, তিনজনকে চেয়ারম্যান স্বর্ণপদক ও চারজনকে ভাইস চ্যান্সেলর স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। এ ছাড়া চেয়ারম্যান স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত প্রয়াত ছাত্র আলামিনের পরিবারকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তিন লাখ টাকার অনুদান দেওয়া হয়।